দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 SEP 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অধিভুক্তি সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা অস্পষ্ট

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ নামে গড়ে উঠছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী

হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ডাক্তার হবার স্বপ্নকে পুঁজি করে একশ্রেণীর লোক নিজেদের খেয়াল-খুশিমত মেডিক্যাল কলেজ নামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে শুরু করেছে। দেশে বেসরকারীভাবে স্থাপিত এ ধরনের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের সঠিকার সংখ্যা কত তা স্বাস্থ্য অধিদফতরও জানে না। শিক্ষক, হাসপাতাল, ল্যাবরেটরী, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য অনিবার্য সুবিধাবিহীন এ সকল নামসর্বস্ব মেডিক্যাল কলেজকে প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম "মানুষ মারার কল" হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

দেশে বৈধ ও অবৈধ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ৩১ বলে বেসরকারী এক হিসাবে জানা গেছে। এর মধ্যে ২২টি কলেজের কোন রকম বৈধ স্বীকৃতি নেই বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যশিক্ষা খাত সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে কোন সরকারেরই কোনরকম পরিকল্পনা বা উদ্বেগ ছিল না। এর ফলে দেশে একদিকে প্রায় ৫/৬ হাজার এমবিবিএস চিকিৎসকের বেকার থাকা, অন্যদিকে দেশের চাহিদা অনুযায়ী চিকিৎসক নিযুক্ত না থাকার মত অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দেশে সরকারী পর্যায়ের পুরনো আটটি এবং নতুন পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে প্রতি বছর সর্বমোট ১৪৫০ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ রয়েছে। অথচ প্রতিবছর অন্তত ৩০ গুণ ছাত্রছাত্রী এমবিবিএস প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করে। ছাত্রছাত্রীদের ডাক্তারী শিক্ষার এই বিপুল আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার মধ্যে বিরাজমান রূঢ় অথচ বাস্তব ব্যবধানকে কাজে লাগিয়েই এদেশে চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবসার সূচনা। এর চূড়ান্ত পরিণতি ভয়াবহ হবার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন চিকিৎসা শিক্ষায় জড়িত খ্যাতিমান ব্যক্তিরা।

চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে সঙ্কটের জন্য প্রতিবছর বহু ছাত্রছাত্রী বিদেশে পাড়ি জমায়। এদের কারো কারো ৭৫ হাজার পাউন্ড খরচ করে যুক্তরাজ্যে অথবা সমমানের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে ইউরোপ-আমেরিকার কোন কোন দেশ হতে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের বিরল সুযোগ হয়। অন্যদের প্রায় সবাই যায় পাশের দেশ ভারতের অখ্যাত ও নামসর্বস্ব মেডিক্যাল কলেজগুলোয় ভর্তি হতে। ভারতের বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এদেশীয় দালালরা ছাত্রছাত্রীদের সে দেশে পাড়ি জমাতে উৎসাহিত করে। ভারতের দু'টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ হতে প্রতারিত হয়ে দেশে ফিরে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া দু'জন ছাত্র জানিয়েছেন, সে দেশে শুধু বাংলাদেশের ছাত্র পাবার আশায় কিছু মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে।

কোন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ডিগ্রীর কার্যকর স্বীকৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের অনুমতি, স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি এবং বিএমডিসির (বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল) স্বীকৃতি প্রয়োজন হয়। আশঙ্কার বিষয় হলো, দেশের ৩১টি বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের মধ্যে জানিয়েছে, দেশের প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের সূচনা হয়েছিল অনিয়মের মধ্য দিয়ে। চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত থাকায় তখন এ কলেজের স্বীকৃতি ও অনুমোদনপ্রাপ্তি সহজ হয়। বর্তমানে কলেজটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মানে পৌঁছালেও এর ত্রুটিযুক্ত সূচনাকে নতুন কলেজগুলোর উদ্যোক্তারা উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করান বলে সূত্র জানান। ফেনী মেডিক্যাল কলেজের 'ন্যূনতম শর্ত' পূরণ করা না হলেও বিগত সরকারের আমলে উর্ধতন প্রভাবশালী মহলের নির্দেশে সরকারী অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মূলত বেশির ভাগ বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের সূচনা হয়েছে এভাবেই— ব্যবসায়িক স্বার্থে, অনিয়মের মধ্য দিয়ে।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন অধ্যাপক মোঃ আবদুল হাদী বলেছেন, সীমিত সময়ের জন্য শর্তসাপেক্ষে বিভিন্ন বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজকে সরকারী স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি দেয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে কলেজগুলোর শিক্ষার ন্যূনতম মান সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য নিশ্চয়তা না পাওয়া গেলে স্বীকৃতি ও অধিভুক্তি বাতিল হতে পারে। সরকার এ সকল মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করে দিতে পারবে।

কিন্তু এ পর্যন্ত কোন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। সাইনবোর্ড ও নামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা অস্পষ্ট থাকার সুযোগেও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠছে বলে জানা গেছে।

দেশের বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকার বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ও চট্টগ্রামের ইনস্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ এন্ড সায়েন্স-এর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি রয়েছে।

১৯৮০ সালের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এ্যাক্ট অনুযায়ী সরকারী অনুমোদনহীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তিহীন ও বিএমডিসি'র স্বীকৃতিবিহীন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিএমডিসি'র রেজিস্ট্রেশন লাভের যোগ্য হবে না।

এরূপ ব্যক্তি এলোপ্যাথিক পদ্ধতির চিকিৎসক/দন্ত, চিকিৎসক হিসাবে 'প্রাকটিস' করতে পারবে না এবং এরূপ চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে বিএমডিসি'র রেজিস্ট্রার ডাঃ এএম নুরুজ্জামান বলেন, এ ধরনের নামসর্বস্ব মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবসা করার ব্যাপারটি স্বাস্থ্য বিভাগ, দুর্নীতি দমন বিভাগ ও পুলিশের অজানা নয়। তারপরও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়টি রহস্যময়।

তিনি বলেন, এসব কলেজের বিরুদ্ধে এক্ষুণি ব্যবস্থা নেয়া না হলে এক পর্যায়ে এসব কলেজ হতে পাস করা ন্যূনতম যোগ্যতাহীন নামসর্বস্ব ডাক্তারদের স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় থাকবে না।

মাত্র তিনটি কলেজ সরকারের অনুমতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি এবং বিএমডিসির স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এ সকল অনুমতি, অধিভুক্তি ও স্বীকৃতি শর্তসাপেক্ষ ও সাময়িক। এগুলো হচ্ছে ঢাকার ধানমন্ডিতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের আলহাজ্ব জহরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ এবং চট্টগ্রামের ইনস্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ এন্ড সায়েন্স।

এছাড়া উত্তরাস্থ মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, ধানমন্ডির জয়নুল হক শিকদার মেডিক্যাল কলেজ, সদরঘাটে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, সাভারের গণস্বাস্থ্য মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেইজড মেডিক্যাল কলেজ, সিলেটে রাগিব রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ, মালিবাগে পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ, গ্রীন রোডের থিওল মেডিক্যাল কলেজ এবং ফেনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সরকারী অনুমতি রয়েছে। এ সকল কলেজের কোন কোনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়েছে। কিন্তু বাকিগুলোসহ ২৮টি বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের বিএমডিসি'র স্বীকৃতি নেই।

নিজস্ব ক্যাম্পাস, হাসপাতাল, সার্বক্ষণিক শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা না থাকায় ২২টি মেডিক্যাল কলেজকে কোন কর্তৃপক্ষ কোন রকম স্বীকৃতি প্রদান না করলেও এ সকল কলেজে ন্যূনতম দু'হতে চার লাখ টাকা এককালীন গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। এ সকল মেডিক্যাল কলেজ হতে একজন শিক্ষার্থীর স্নাতক হয়ে বেরুতে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আবার স্বীকৃত ও অনুমোদিত মেডিক্যাল কলেজগুলোও তাদের একাডেমিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে লাভবান হবার জন্য। নিয়মানুযায়ী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অন্তত পাঁচ গুণ (১ঃ ৫) বেশি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল থাকার কথা। অর্থাৎ ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিশিষ্ট কলেজে কমপক্ষে ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল থাকার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজই তাদের অনুমোদিত সীমার অন্তত দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে থাকে বলে স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে। মেধাভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিয়ম থাকলেও ভর্তির আসল মানদন্ড হলো অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্য। সার্বক্ষণিক শিক্ষক থাকার বিধান থাকলেও এ সকল কলেজের বেশির ভাগ শিক্ষকই খন্ডকালীন। এছাড়া ভাড়া বাড়িতে ক্যাম্পাস স্থাপন, কলেজের কার্যক্রম শুরুর দু'বছরের মধ্যে হাসপাতাল চালু না করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগার ও আবাসিক সুবিধা বেশির ভাগ কলেজেই নেই। নিজস্ব হাসপাতাল না থাকা, হাসপাতাল না থাকলেও সকল বিভাগ ও পর্যাপ্ত শয্যা না থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষা অনেকটা অন্য হাসপাতালের কৃপার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে এ সকল মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ হতে তাত্ত্বিকভাবে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত এবং এরা রোগীদের কতটা সঠিক সেবা দিতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের উর্ধতন একটি সূত্র